মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

ঈমানকে তাজা করুন

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

۞ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111(

وعن عمران بن حصين ﷺ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلملا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ، ظاهرين على من ناوأهم ، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال

আল্লাহ পাকের অশেষ অনুগ্রহ আমাদের উপর - যে জামানায় দুনিয়া মানুষকে তার চাকচিক্যের দিকে, সৌন্দর্যের দিকে পরিপূর্ণভাবে আকর্ষণ করছে এবং মানুষকে নিজের প্রেমিক বানিয়ে রেখেছে, দুনিয়ার জীবনেই মানুষ ফেঁসে আছে, এমনকি দুনিয়ার ফেতনা মানুষের ঘাড় পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছে - এমন সময়ে আল্লাহ যদি কোন মানুষকে দ্বীনের বুঝ দিয়ে দেন, দ্বীনের উপর চলা সহজ করে দেন, দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর ফেতনা থেকে বের করে নিজের রাস্তায় নিয়ে আসেন – তাহলে বুঝতে হবে এটা বান্দার উপর আল্লাহ পাকের ইহসান। আমাদের কোন যোগ্যতা ছিল না, আমাদের আমলও এমন ছিল না যে, আল্লাহ আমাদেরকে সৌভাগ্য ও উন্নতির রাস্তায় নিয়ে আসবেন। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করে এই রাস্তায় নিয়ে এসেছেন। এর জন্য আমরা আল্লাহর যতই শুকরিয়া আদায় করি তা কমই হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে সেই বস্তু খরিদ করার তৌফিক দান করেছেন, যার বিক্রি তিনি নিজেই করেছেন। তিনি বলেন:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। [সূরা তওবা ৯:১১১]

এই আয়াতের শুরু অংশে আল্লাহ তা’আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে,

بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

মোটকথা আল্লাহ ত’আলা মুমিনদের জান মাল কিনে নিয়েছেন, এবং এর বিনিময়ে জান্নাত দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

জান্নাত কি জিনিস? কোরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় জন্নাতের একেক দৃশ্য, একেক মুহূর্তের বর্ণনা আল্লাহ তা’আলা বলে দিয়েছেন। মানুষ দুনিয়াতে যে জিনিস পছন্দ করে আল্লাহ জান্নাতে তার উপস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন। পছন্দনীয় জিনিস থাকার বর্ণনা দিয়েছেন। মানুষের মেজাজে পছন্দনীয় সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন। কেউ যদি জনসমাবেশ, মানুষজন, হৈ-হুল্লোড় পছন্দ করে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য সে ব্যবস্থা করেছেন। জান্নাতে সমাবেশ হবে, বন্ধুবান্ধব একত্রে বসে আড্ডা দেবে, গেলমানরা আশেপাশে ঘুরতে থাকবে। ইরশাদ হচ্ছে:

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (50) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (51)

তখন তাদের কেউ কেউ অন্যদের দিকে এগিয়ে যাবে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। (50) তাদের মধ্যে কোনো এক বক্তা বলবে -- "আমার অবশ্য এক বন্ধু ছিল, (51) [সূরা সাফফাত ৩৭:৫০-৫১]

আবার যদি কেউ খাবার পছন্দ করে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ সুব-হানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাতের খাবারের বর্ণনা করেছেন এভাবে - সেখানে এমন খাবার থাকবে, এমন খাবার দেয়া হবে যা কখনও কোন চোখ দেখেনি। কারো যদি সৌন্দর্য, সাজগোছ পছন্দ হয়, তাও আল্লাহ কুরআনে বিস্তারিত বলেছেন। এত বিস্তারিত বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি সুস্থ রুচি-বোধের অধিকারী হয়, তাহলে সে তার প্রতি আগ্রহী হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা কোরআনের জায়গায় জায়গায় বলেছেন:

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾

অর্থ: তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা। পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সূরা-পূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, [সূরা ওয়াক্বিয়া ৫৬:১৭-১৮]

অর্থাৎ তাদের চারপাশে গেলমানরা ঘোরাফেরা করবে। জগ গ্লাস নিয়ে, এবং পেয়ালা নিয়ে। আরও ইরশাদ হচ্ছে:

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا

তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মনি-মুক্তা। [সূরা দা'হর ৭৬:১৯]

কোরআনের জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾

(আল্লাহ জান্নাতি রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছেন যারা) কামিনী, সমবয়স্কা। ডান দিকের লোকদের জন্যে। [সূরা ওয়াক্বিয়া ৫৬:৩৭-৩৮]

জান্নাতে এমন হুর থাকবে যারা (عُرُبًا) উরুবান। মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, উরুবান এমন নারী যারা স্বামীকে খুশি রাখে। আর (أَتْرَابًا) আতরাবান এমন বান্ধবী, যারা ছোটবেলায় একসাথে খেলেছে। তাদের মধ্যে যেমন খুব মোহাব্বত থাকে, ঠিক তেমনি এদের মাঝেও খুব মোহাব্বত থাকবে। এগুলো নওজোয়ানদের জন্য থাকবে।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন,

روى ابن ماجه وابن حبان أنه ﷺ قال: (أَلاَ هَلْ مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لاَ خَطَرَ لَهَا هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! نُورٌ يَتَلأْلأُ، وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، وَقَصْرٌ مَشِيدٌ، وَنَهَرٌ مُطَّرِدٌ، وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيجَةٌ، وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ. فِي مَقَامٍ أَبَدًا. فِي حَبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ. فِي دُورٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بَهِيَّةٍ) قَالُوا: نَحْنُ الْمُشَمِّرُونَ لَهَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ (قُولُوا: إِنْ شَاءَ اللهُ)

কেউ কি আছে জান্নাতের জন্য জামার আস্তিন গুটাবে? জান্নাতের জন্য উঠেপড়ে লেগে যাবে? জান্নাতের জন্য সবকিছু ছেড়ে ছুটে যাবে, জান্নাতের মধ্যে রকমারি নেয়ামত আছে। জান্নাতের মধ্যে এমন নূর থাকবে যা ঝলমল করবে। কেউ যদি শহরকে পছন্দ করে, আলো ঝলমল পছন্দ করে, অন্ধকার খারাপ লাগে, তাহলে সে যেন জান্নাতের আলোর কথা স্মরণ করে। তার জন্য জান্নাতে লাইটের ব্যবস্থা আছে, এমন লাইট যা খুব চমকদার। আর কেউ যদি পান করা ও করানোকে পছন্দ করে তাহলে জান্নাতে তার জন্য এমন নহর জারি করা হবে যা থেকে সে নিজে পান করবে অপরকেও পান করাবে।

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿٤٧﴾

সু-শুভ্র, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু। তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই এবং তারা তা পান করে মাতালও হবে না। [সূরা সাফফাত ৩৭:৪৬-৪৭]

এমন মজাদার হবে যে মুখে স্বাদ লেগে থাকবে। দুনিয়ার মধ্যে মদের মধ্যে যে খারাবি থাকে তা জান্নাতের শরাবে থাকবে না, কোন মাতলামি থাকবে না। পান করার পরও আফসোস হবে যে, অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল জান্নাতের শরাব এমন হবে যে পান করার পরও তার স্বাদ মুখে লেগে থাকবে। এটা তো কথার কথা সাধারণ জান্নাতিদের জন্য হবে।

তাহলে যাকে শাহাদাতের পেয়ালা পান করানো হবে তার কি অবস্থা? জান্নাতে কেউ গেলে সে আর দুনিয়াতে আসতে চাইবে না। কিন্তু একমাত্র শহীদরাই আবার দুনিয়াতে আসতে চাইবে। কারণ শাহাদাতের মজা সে জান্নাতের মজার চেয়েও বেশি অনুভব করবে।

أَلاَ هَلْ مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ؟.

কেউ কি আছে জান্নাতের জন্য জামার আস্তিন গুটাবে?

সওদা কি? আল্লাহ বলেন:

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

আল্লাহ এখানে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছেন। নতুবা মানুষ একে সহজ বানিয়ে নিত। সওদা কি, সওদা হল তোমাদের জান-মাল নিচ্ছি, আর বিনিময়ে জান্নাত দান করব। তারা কি করে يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ....কিতাল করে আল্লাহর রাস্তায়। ফলে তারা হত্যা করে ও নিহত হয়।... فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ তারা কতল করে এবং কতল হয়। অন্য এক কেরাতে আছে, ...তারা নিহত হয় ও কতল করে। প্রসিদ্ধ কিরাত তো হল তারা কতল করে এবং নিহত হয়, অন্য এক কিরাত হল আগে তারা নিহত হয় তারপর হত্যা করে। বর্তমানে এটা ফেদাঈ হামলার সাথে ভালো প্রয়োগ হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। [সূরা হাদীদ ৫৭:২০]

দুনিয়া কি? যার মধ্যে আমরা আমাদের নিজেদেরকে ডুবিয়ে নিয়েছি, যার আমরা গোলাম হয়ে গেছি। এবং যার পিছনে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের সারা জীবন শেষ হয়ে যায়, এই দুনিয়া হল খেল-তামাশা। যেমনি-ভাবে ছোটবেলায় আমরা খেলেছি, কখনও খেলেছি আর কখনও এমনিতেই লাফালাফি করেছি, সময় তো চলে গেছে। এর স্বাদ কি আমরা পাই? এর অর্জন কি ভালো লেগেছে? শুধু সময় নষ্ট হয়েছে। তেমনি দুনিয়াও খেল তামাশা, আর হল وزينة, বাহ্যিক চাকচিক্য। গাড়ি-বাড়ি, বাড়ি প্রবেশের সময় চাকর পিছনে, বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সামনে পিছনে চাকর, এগুলো বাহ্যিক চাকচিক্য ছাড়া আর কিছুই না। এই দুনিয়ায় আরও আছে وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ পরস্পরে গর্ব করা, আমি এত কিছু তৈরি করেছি, তুমি কি করেছ? অপরজনও বলে তুমি যা করেছ আমিও তাই করেছি।

আল্লাহ আমাদের কি জন্য বানিয়েছেন, কেন আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন, কত বড় দায়িত্ব আমাদের উপর দিয়েছিলেন। সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হল পাপাচারী। [সূরা ইমরান ৩:১১০]

তোমরা সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে, কুফর শিরক থেকে মানুষকে বের করে তাওহীদের পথে নিয়ে আসবে। তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় নিয়ে আসবে। মানুষের গোলামি থেকে বের করে আল্লাহর গোলামিতে নিয়ে আসবে। এর জন্য তোমরা কিতাল করবে, তোমাদেরকে এজন্যই পাঠানো হয়েছিলো। আর তোমরা কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ? দুনিয়ার পিছনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। শয়তান ও নফস খারাপ আমলগুলো সুন্দর আকৃতিতে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছে। আর লম্বা চওড়া ওয়াদা তোমাদের সামনে পেশ করছে। আর তোমরা এই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। ইরশাদ হচ্ছে:

وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

আর পরস্পরে গর্ব করা ও ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে ব্যস্ত থাকা (এর নামই দুনিয়া)।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8....)

প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে। কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য প্রত্যয়ে, এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। [সূরা তাকাসুর ১০২:১-৮]

দুনিয়ার চিত্র তো এমন যে, আমি এত কামাই করেছি, তুমি কি করছ? তুমিও এমন কর। শেষ পরিণতি কি? তা আল্লাহ তা'আলাই বলে দিচ্ছেন:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও।

দুনিয়ার এই চিন্তা মানুষকে কবর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কারো ষাট- সত্তর বছর হয়েছে, তার দুনিয়ার মোহাব্বতও আরও বেড়ে গেছে। প্রথমে নিজের চিন্তা তারপর সন্তানের চিন্তা এভাবে বাড়তে থাকে। যত বয়স বাড়ে তত দুনিয়ার মোহাব্বত বেড়ে যায়। এমনটি হওয়া উচিৎ নয় যা সূরা তাকাসুরে বলা হয়েছে।

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে।

দুনিয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে কি মহান উদ্দেশ্য পাঠিয়েছিলেন, কেন সর্বোত্তম উম্মত বানিয়েছিলেন। মহান রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত কেন বানিয়েছিলেন? আল্লাহ তো আমাদেরকে উত্তম বানিয়েছিলেন, কিন্তু কেন আমরা দুনিয়ার এই জিল্লতির মধ্যে পড়ে গেছি, দুনিয়াতে আসার উদ্দেশ্যই আমরা ভুলে গেছি। আল্লাহ আমাদেরকে এই পথে এনে অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন, নতুবা আমাদের থেকে অনেক জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তি দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে গেছে। এজন্য আমরা আল্লাহর যতই শুকরিয়া আদায় করি তা অনেক কম হবে। আল্লাহ আমাদেরকে অনেক মহান এক রাস্তায় নিয়ে এসেছেন। অথচ আমাদের নিজেদের দিকে তাকালে গাফলতই গাফলত দেখি। আল্লাহ আমাদেরকে এই রাস্তার অছিলায় আখেরাতের আযাব থেকে বাঁচাবেন ইনশা আল্লাহ। ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿10﴾ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। [সূরা সফ ৬১:১০-১১]

এই রাস্তার অছিলায় দুনিয়ার আযাব থেকেও আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচাবেন ইনশা আল্লাহ। যে ব্যক্তি দুনিয়ার পিছনে ছুটে, দুনিয়া তার থেকে দূরে সরে যায়, আর তাকে কুকুর বানিয়ে দেয়। যে রিজিক আল্লাহ তার জন্য লিখে রেখেছেন, তা দুনিয়ার কোন শক্তি ঠেকাতে পারবে না। জিহাদের কারণে তা কমবে না। যে পরিমাণ রিজিক জন্ম থেকে নিয়ে কবরে যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তার জন্য নির্ধারিত করেছেন, তা জিহাদের কারণে কমবে না। হ্যাঁ আল্লাহ তাকে জিহাদের বরকতে রিজিকে প্রশস্ততা দান করবেন। আর যে দুনিয়ার পিছনে ছুটে, তার জন্য দুনিয়া সংকীর্ণ হয়ে যায়, ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়ে যায়। ছোটবেলা যে ভাই তার অপর ভাইয়ের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল, সে ভাই - ভাইয়ে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায়, কেয়ামতের আগেই কেয়ামতের দৃশ্য দেখা যায়। ধন-সম্পদের জন্য একে অপরের সাথে মারা-মারি লেগে যায়, লেন-দেন ও উৎপাদনে কে কার আগে থাকবে শুধু এই ফিকিরই থাকে। কারণ দুনিয়া সংকীর্ণ। আর জান্নাতের অবস্থা কি? জান্নাত প্রশস্ত। কত প্রশস্ত ? আসমান জমিনের ফাকা জায়গার মত প্রশস্ত। ইরশাদ হচ্ছে:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরি করা হয়েছে পরহেজগারদের জন্য। [সূরা ইমরান ৩:১৩৩]

যদি কেউ আখেরাতের ফিকির করে, তাহলে সে শুধু নিজের চিন্তা করে না। বরং সমস্ত উম্মতের ফিকির করে, যে সম্পদের জন্য মানুষ নিজের সন্তান, ভাইয়ের শত্রু হয়ে যায়, যখন সে আখেরাতের ফিকির করে, জান্নাতের ফিকির করে। তখন আল্লাহ তার অন্তরকে খুলে দেন। নিজের সবকিছু এই উম্মতের জন্য কুরবান করে দেন। যে আল্লাহর সাথে এই ব্যবসা করেছে, সে ঠকেনি, না দুনিয়াতে, না আখেরাতে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কাবাসীদেরকে বলতেন তোমাদের জন্য দশগুণ আর যারা জিহাদে বের হবে তাদের জন্য আরও অনেক ছওয়াব অর্জিত হবে। দুনিয়ার ব্যবসার মধ্যে তো লোকসান হয় কিন্তু আল্লাহর সাথে এই ব্যবসায় কোন লোকসান নেই। এখানে শুধুই সফলতা। আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দিচ্ছেন:

ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। [সূরা তাওবা ৯:১১১]

আয়াতে বলা হয়েছে যারা ওয়াদা পূরণ করবে তাদেরকে সুসংবাদ দাও। এখানে (ওয়াদা পূরণের ক্ষেত্রে) অনেক কষ্ট, অনেক সমস্যা, অনেক পেরেশানি, অনেক অসুবিধা, আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে থাকা আছে, এটা অস্বীকার করি না। তবে আল্লাহ তা'আলা যার জন্য সহজ করে দেন। আল্লাহ যার জন্য নদীর মাঝে রাস্তা করে দেন, আগুনকে ঠাণ্ডা করে দেন, তার জন্য কঠিন কিছুই নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 104

তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তোমরা আল্লাহর কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা নিসা ৪:১০৪]

এই রাস্তায় অনেক কষ্ট আছে। মৌসুমের কষ্ট, মনের মধ্যে ভয় আসা, বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। সাথীদের একে অপরের সাথে বিচ্ছিন্ন হওয়া ইত্যাদি। তো জিহাদ কত দিন পর্যন্ত চলবে? ফেতনা নির্মূল হয়ে পুরা জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চলবে। নামাজ চার রাকাতের জায়গায় দুই রাকাত পড়ে চলে গেলে যেমন আদায় হবে না। তেমনিভাবে জিহাদের বিষয়টিও এমনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। [সূরা আনফাল ৮:৩৯]

তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায়, কুফরি শক্তি পরাজিত হয়ে যায় এবং পুরো দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। ঐ সময় আল্লাহ বলেন তোমরা কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করতে অলসতার শিকার হইয়ো না। তিনি বলেন:

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ

তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না।[সূরা নিসা ৪:১০৪]

আল্লাহ তা'আলা বাস্তবতা বর্ণনা করে বলেন:

إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ

তবে তারাও তো তোমাদের মতই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে।[সূরা নিসা ৪:১০৪]

আল্লাহ বলেন, তোমাদের এই রাস্তায় অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। ঠাণ্ডা, গরমের কষ্ট সহ্য করতে হয়, তোমাদের ক্লান্তি ভর করে চলতে চলতে তোমাদের পায়ে ফোসকা পড়ে যায়। ক্ষুধার কষ্ট, ঠাণ্ডা গরমের কষ্ট, আপনজনদের থেকে দূরে থাকার কষ্ট ইত্যাদি। এসমস্ত কষ্ট তো তাদেরও হয়। তাদেরও আপনজন থেকে দূরে থাকতে হয়। তারা এমন কষ্ট কেন করে। নিজের পেটের জন্য করে। তারা এই পেটের জন্য নিজেদের ধর্মকে বিক্রি করেছে, আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করেছে। আল্লাহর জমিনকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। ইবলিসের নেযাম প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু তোমরা আল্লাহর কাছে যেই আশা কর তারা তা করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ

তোমরা আল্লাহর কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না।[সূরা নিসা ৪:১০৪]

উহুদ যুদ্ধের দিন আবু সুফিয়ান বলল আজ বদরের দিনের বদলা। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন বলে দাও আমাদের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতে রিজিক প্রাপ্ত হয়। আর তোমাদের নিহত ব্যক্তিরা জাহান্নামে"। তাহলে বদলা কিভাবে হল। আমাদের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতে রিজিক প্রাপ্ত হয় আর তোমাদের নিহতরা শাস্তি ভোগ করছে। তাহলে কিভাবে এক হল? তো এই কাফেরদের এবং তাদের দোসরদের পশ্চাদ্ধাবন করতে অলসতা করা যাবে না। শয়তান তাদেরকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে বিপথগামী করেছে। ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ 25

নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। [সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২৫]

যাদের সামনে সত্য প্রকাশিত হয়েছিল যে, সফলতা এই রাস্তায়, যেই কিতাবে নামাজ ফরজ করা হয়েছে সেই কিতাবে জিহাদ ফরজ করা হয়েছে, তারা এর পরেও কেন ফিরে গেছে? শয়তান তাদেরকে ওয়াসওয়াসা দিয়েছে। আরেকটি বিষয় চিন্তা করুন। এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন পরিবেশ এমন ছিল যে, যদি কেউ জিহাদ থেকে পিছনে থাকত তাহলে তাকে সবাই খারাপ মনে করত। সেই সময়ই শয়তান তাদেরকে জিহাদ থেকে দূরে থাকাকে সুন্দর করে উপস্থাপন করেছে। তাদের কথা কুরআনে কিছু বর্ণনা করা হয়েছে।

لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا

তারা বলে যদি আমাদের কথা মানত, তাহলে তারা মারা যেত না। [সূরা ইমরান ৩:১৬৮]

আজকের অবস্থা দেখুন শয়তান প্রত্যেককে তার অবস্থা অনুপাতে ধোঁকা দেয়। বর্তমানে শয়তান এই খারাপ কাজকে কিভাবে খুব সুন্দর করে মানুষের সামনে পেশ করেছে? এক তো হল গুনাহ। যে কোন মুসলমান গুনাহ করে তো, আল্লাহর কাছে সে লজ্জিত হয়। কিন্তু এই গুনাহ এমন যে, আল্লাহ বলেন:

الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ

শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় [সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২৫]

একদিকে গুনাহ করেছে। অপর দিকে মনে করছে যে, খুব ভালো কাজ করছে। বর্তমানে কি এমন নেই? যে, জিহাদ থেকে পিছনে থাকা ও জিহাদ থেকে দূরে সরে থাকাকে শয়তান সুন্দর করে পেশ করেছে? আল্লাহ যখন এই হেদায়েত স্পষ্ট করে দিয়েছেন। জিহাদ ততক্ষণ পর্যন্ত করতে হবে যতক্ষণ না ফেতনা নির্মূল হয়ে যায়। এবং পুরো দ্বীন আল্লাহর না হয়ে যায় ততক্ষণ জিহাদ করতে হবে। ততক্ষণ দুর্বলতা দেখানো যাবে না, আর এটা ততক্ষণ চলতে থাকবে যতক্ষণ বিজয় কিংবা শাহাদাত অর্জন না হবে। ইরশাদ হচ্ছে:

إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ

তোমরা তো তোমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর [সূরা তাওবা ৯:৫২]

হয়ত আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করবেন। অথবা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শাহাদাত দেয়া পর্যন্ত আমাদেরকে এ পথেই রাখবেন।

কিন্তু আল্লাহর বড় মেহেরবানী। জীবন তো এমনিই কেটে যাবে। যেই দুঃখ কষ্ট লেখা আছে তা তো আসবেই। যদি শুধু মুজাহিদদের উপর পেরেশানি আসত তাহলে তো সারা দুনিয়ার মানুষের সুখে থাকার দরকার ছিল। অথচ সারা দুনিয়ার মানুষেরও পেরেশানি আসে। আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদের জন্য অনেক ওয়াদা করেছেন, সফলতার ওয়াদা করেছেন। সুতরাং মুজাহিদদের কারো পেরেশান থাকা উচিৎ নয়, কারণ তাদের ফযিলতের কথা হাদিসের মাঝেও বলা হয়েছে। যেমন:

وعَنْ أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: إنَّ في الجنَّةِ مائَةَ درجةٍ أعدَّهَا اللهُ للمُجَاهِدينَ في سبيلِ اللهِ مَا بيْنَ الدَّرجَتَينِ كَمَا بيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ. رواهُ البخاري

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: নিশ্চয়ই জান্নাতের মাঝে একশটি মর্যাদার স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথের মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। প্রতি দুই মর্যাদার স্তরের ব্যবধান আসমান জমিনের ব্যবধানের মত। (বুখারি)

এমন এমন নেয়ামতের ঘোষণা করেছেন, অনেক সম্মান, ইজ্জতের ঘোষণা করেছেন। অতএব কোন মুজাহিদের জিহাদের কাজে অবহেলা করা উচিৎ নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা একেকটি মেহনতের বিপরীতে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা অনুযায়ী জান্নাতের মধ্য একশ স্তর রেখেছেন, যা আল্লাহ মুজাহিদদের জন্য তৈরি করেছেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে কত সম্মান দান করবেন। যেদিন মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে, আল্লাহ তা'আলা ঐ সময়ও শহীদদের জন্য কত সম্মান দিবেন। যেদিন সকলেই বেহুশ হয়ে যাবে সেদিন এই শহীদরা বেহুশ হবে না। যদি আমাদের এই সমস্ত ঘোষণার উপর ইয়াকিন থাকে, আল্লাহ ও তার রসূলের কথার উপর ইয়াকিন থাকে তাহলে আমাদের হিম্মতের সাথে কাজ করতে হবে। বাহ্যিক সফলতা ব্যর্থতা কোন বিষয় না। আমরা পাকিস্তান বিজয় করলাম কিনা হিন্দুস্তান বিজয় করলাম কিনা। সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না, বরং আমাদেরকে আমাদের উপর যা ফরজ করা হয়েছে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। জিহাদে কোন

ব্যর্থতা নেই, এখানে বাহ্যিক পরাজয়ও সফলতা। বান্দা যদি আল্লাহর জন্য ফিদা হয়ে যায় তাহলে তার কোন ব্যর্থতা নেই। আর আমাদের জিহাদের দ্বারা উদ্দেশ্যই হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, এ সমস্ত চেষ্টা প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি।

যদি আল্লাহ আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে আর কোন কিছুর পরোয়া নেই। আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

দ্বিতীয়ত এটা পুরোটাই একটি রুহানি সিস্টেম, কিভাবে? আমাদের সমস্ত সম্পর্ক থাকবে আল্লাহর সাথে। যদি আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো থাকে তাহলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে থাকবে। আর আল্লাহর সাথে যদি সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত রাস্তা বন্ধ হতে থাকবে। মুনাফিকরা পাগল ছিলোনা এবং বোকাও ছিল না, বরং তাদের গর্ব ছিল যে, তাদের বুদ্ধি বিবেক বেশি। কিন্তু কুরআনের জায়গায় জায়গায় বলা হয়েছে:

ولكن المنافقين لا يفقهون

কিন্তু মুনাফিকরা বুঝে না।[সূরা মুনাফিক্বুন ৬৩:৭]

তারা বুঝে না, তারা অনুভব করতেও পারেনা। এর কারণ হল আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। তাদের নাফরমানির কারণে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, আর তাদের অন্তর মরে গিয়েছিলো। এজন্য নবী উপস্থিত ছিলেন, ওহি নাজিল হচ্ছে কিন্তু তাদের কোন ভাবান্তর হচ্ছে না। কতই না দুর্ভাগা লোক তারা! আমাদেরও এবিষয়টা ভাবতে হবে, আল্লাহ আমাদেরকে জিহাদের ময়দানে নিয়ে এসেছেন তার দয়ায়। এখন যদি আমাদের সম্পর্ক ঠিক থাকে তাহলে আমাদের সামনে সমস্ত রাস্তা খুলতে থাকবে। আর যদি সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এমনও হয়েছে যে, মানুষ জিহাদ করার পরেও গোমরাহ হয়ে গেছে। এমনও হয়েছে, বিশ বছর জিহাদ করার পরেও গোমরাহ হয়েছে। দুনিয়ার কোন দূরদূরান্তের লোকেরা ইসলামী হুকুমত এবং আমীরুল মুমিনিন মেনে নিয়েছে। কিন্তু তারা কাছে থাকা সত্ত্বেও মানতে পারেনি। তাদের অন্তর মরে গিয়েছে। একটু চিন্তা করে দেখুন। তাদের সাথে ওলামায়ে কেরামও ছিলেন এবং তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও করেছিলো কিন্তু তারপরেও তারা কেন গোমরাহ হল। সারকথা শুধু এতটুকুই যে, এই অন্তরের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। জিহাদের ময়দানে ঐ ছোট ছোট গুনাহের দ্বারা ঐ নাফরমানীর দ্বারা আল্লাহ নারাজ হয়ে যান। দেখুন আমাদের উদ্দেশ্য হল পুরা দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া। ইরশাদ হচ্ছে:

وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

পুরো দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।[সূরা আনফাল ৮:৩৯]

এর জন্য আমরা যত সব কষ্ট সহ্য করি, চাহিদা দমন করি। সুতরাং যত ইবাদত আছে তা সবই দীনি বিষয়। আল্লাহ যা কিছু আদেশ করেছেন, এবং যা কিছু নিষেধ করেছেন তা সবই দীনি বিষয়। এক্ষেত্রে যদি আমরা অলসতা করি তাহলে নিশ্চিত আমাদের অন্তর খারাপ হয়ে যাবে। খারাপ হতে হতে আমাদের বুঝ নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ জালেম নন যে, তিনি কারো উপর জুলুম করবেন। কিন্তু বান্দা যখন নিজে গুনাহ করে এবং তওবা না করে তখন তার অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। জিহাদের মধ্যেও প্রথম কাতারে থেকে নিজের উপর ভরসা না করা উচিৎ (আল্লাহ সবাইকে নিরাপদ রাখুন)। এটা তো আল্লাহর একমাত্র দয়া যে, তিনি আমাদেরকে এই রাস্তায় নিয়ে এসেছেন নতুবা যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে, সে নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে গেছে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন, ওহি বন্ধ হয়ে গেছে। কুরআন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সাহাবীদেরও আখেরী ফয়সালা হয়ে গেছে। ইরশাদ হচ্ছে:

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْوَرَضُوا عَنْهُ

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। [সূরা বাইয়্যেনাহ ৯৮:৮]

এরপরেও তাদের কারো ব্যাপারে এ কথা জানা নেই যে, তারা নিজেদের ব্যাপারে নিফাকের ভয় করতেন না। হাসান বসরী রহ. বলেন, কোন মুসলমান এমন অতিবাহিত হননি, যিনি নিজের ব্যাপারে নেফাকের ভয় করতেন না। আর কোন মুনাফিক এমন অতিবাহিত হয়নি, যে নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না।

সুতরাং গাফেল না হওয়া যে, আমরা তো জিহাদে চলে এসেছি। আল্লাহ তো আমাদের ব্যাপারে বন্ধুত্বের ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর। [সূরা সফ ৬১:৪]

এই জন্য গাফেল না হওয়া কারণ বন্ধুদের জন্য নিয়মনীতিও কঠিন হয়। অনেক ছোট বিষয় যার দ্বারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জিত হয়, তা থেকে বেচে থাকতে হবে। সর্বদা আল্লাহর সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে, এবং অনুনয় বিনয় করে দুয়া কান্নাকাটি করতে হবে।

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। [সূরা আল-ইমরান ৩:১৪৬]

এর পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (147)

তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর। [সূরা আল-ইমরান ৩:১৪৭]

তারা জিহাদ করছে কিন্তু সাথে সাথে বলছে। وما كانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا তারা কত বড় আমলে যাচ্ছ। জিহাদের মত বড় আমলে যাচ্ছে তারপরও বলছে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা কর।

হাদিসে এসেছে:

فقد جاء من حديث أبي هريرة ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: «موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود» (أخرجه ابن حبان وغيره، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد صحيح)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে কিছু সময় অবস্থান করা হাজরে আসওয়াদের সামনে লাইলাতুল কদরে ইবাদতের চেয়ে বেশি উত্তম। (সহিহ ইবনে হিব্বান)

এত ফযিলত থাকা সত্ত্বেও তাদের অবস্থা হল, তারা বলে:

قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا

তারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের গুনাহ গুলোকে মা'ফ করে দাও। [সূরা আল-ইমরান ৩:১৪৭]

তারা অনুনয় বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে মাফ চাচ্ছে। মুজাহিদদের অবস্থা এমন হওয়া উচিৎ যে, তারা সর্বদা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ভালো রাখবে। প্রত্যেকেই জানে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক কেমন, তো সারকথা হল আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ভালো রাখা। ছোট ছোট জিনিস যেমন উদাহরণস্বরূপ যদি কোন জিনিস মারকাজের অনুমতি ছাড়া ব্যবহারের অনুমতি না থাকে, তাহলে তা নিজের জন্য ব্যবহার করবে না। এটা মনে করবে না যে, আমরা তো মুজাহিদ। যদি একবার ব্যবহার করে তাহলে অন্তরে একটি দাগ পড়বে, আরেকবার করলে আরেকবার ধাক্কা লাগবে। এই গুনাহ থেকে তওবা না করলে কিতাল এই গুনাহকে মাফ করবে না। এমনও হয়েছে যে, কঠিন জায়গা যেখানে সবসময় গোলগুলি ও বোম্বিং হয় সেখানেও খাহেশাতের শিকার হয়ে গেছে। কারণ কি? আল্লাহ কুরআন শরীফে তাও বর্ণনা করেছেন:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। [সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২৮]

তারা এমন জিনিষের অনুসরণ করেছে, যা আল্লাহকে রাগান্বিত করে। ছোট ছোট বিষয়, যেমন সাথীদের সাথে ঠাট্টা করা। এগুলি থেকেও নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

হে মুমিনগণ! তোমাদের কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। [সূরা হুজুরাত ৪৯:১১]

একজন মুসলমানের অন্তর আল্লাহর নিকট কত সম্মানিত, আর মুজাহিদ তো আরও সম্মানিত। তো কারো সাথে হাসি ঠাট্টা না করা, হাসি রসিকতা করলে সুন্নত অনুযায়ী করবে। হাসি মজাক করা যাবে কিন্তু কোন সাথীকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। জানা নেই কে কখন শহীদ হয়ে যায়। রাগ আসার কারণে যদি কারো সাথে খারাপ ব্যবহার হয়ে যায় তাহলে সে গিয়ে মাফ চেয়ে নিবে। বলবে ভাই আমি রাগের মাথায় খারাপ ব্যবহার করেছি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কোন সাথী অন্যের মনে কষ্ট দেওয়া অবস্থায় বিছানায় ঘুমাতে যাবে না। হতে পারে এর কারণে সারা জীবন আফসোস করতে থাকবে। আমরা তো একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে লড়াই করি। তাদের অস্ত্রের খবরও আমাদের আছে, আর আমাদের অস্ত্রের খবরও আমাদের আছে। আমরা বাহ্যিক জনশক্তি দিয়েও লড়ি না, আর বাহ্যিক অস্ত্র দিয়েও লড়ি না। আমরা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে জিহাদে বের হয়ে এসেছি।

জিহাদ ফরয, তাই তার কদরও আমাদের অন্তরে থাকতে হবে। এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার উত্তম মাধ্যম হল নফল নামাজ, তার প্রতি যত্নবান হবে। আর দিনের যে কোনও একটি সময় ঘরে কিংবা মসজিদে নির্জনে একাকী বসে চিন্তা করবে যে, আমার থেকে কি কি ভুল হয়েছে। তারপর আল্লাহর কাছে কায়োমনো বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাহলে ইনশা আল্লাহ আমাদের ইবাদতে মজা আসবে। এমন যদি আমাদের অবস্থা হয়ে যায় তাহলে ইনশা আল্লাহ আশা করা যায় আল্লাহর সাহায্য আমাদের উপর আসবে। আমরা তো আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এক কদমও চলতে পারি না, আমাদের সামনে শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র আসে, কিন্তু আল্লাহর সাহায্য যদি সাথে থাকে তাহলে আমাদের আর কোন সমস্যা নেই ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের হাত ধরে মনজিলে পৌঁছে দেবেন। আর আল্লাহর কাছে নিজের জন্য সকল মুজাহিদের জন্য এবং যারাই দ্বীনের কোন কাজে ইখলাসের সাথে লেগে আছে তাদের জন্য দুয়া করবেন। তাহলে ইনশা আল্লাহ আল্লাহর ওয়াদা আছে আল্লাহ আমাদের নিরাশ করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে তার পথে অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العا لمين

****